দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 SEP 2007
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ২

৫ বছরে বারবার আশ্বাস দিয়েও শিক্ষকদের দাবী পূরণ করেনি জোট সরকার

ইনকিলাব রিপোর্ট : জোট সরকারের পাঁচ বছর শিক্ষক আন্দোলনে উত্তাল ছিল দেশের শিক্ষাঙ্গন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা গোটা শিক্ষক সমাজ ছিল রাজপথে। দাবী পূরণের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় অবিরাম ধর্মঘট হয়েছে। সরকার বারবার শিক্ষকদের দাবী পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারের আশ্বাস পেয়ে একাধিকবার ধর্মঘট, আমরণ অনশন ভেঙে শিক্ষক ফিরে গেছেন ক্লাসে। কিন্তু তাদের দাবী পূরণ হয়নি। দাবী আদায়ের জন্য কাফনের কাপড় পরে রাজপথে মিছিল করেছে শিক্ষক সমাজ। কিন্তু তবু দাবী পূরণ করেনি সরকার। এবতেদায়ীসহ সকল মাদ্রাসা শিক্ষক, কমিউনিটি, বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, কারিগরি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী,

পৃঃ ৮ঃ কঃ ৪

দাবী পূরণ করেনি জোট সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী মাধ্যমিক স্কুল, সরকারী কলেজ (বিসিএস শিক্ষা) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলোর আন্দোলনে রাজধানীসহ গোটা দেশের রাজপথ জোট সরকারের পুরো আমলই ছিল উত্তপ্ত। আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সভা-সমাবেশ, ঘেরাও, অনশন, স্মারকলিপি, বিক্ষোভ, কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে সারাদেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষক সমাজের আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ বারবার লাঠিপেটা করেছে শিক্ষকদের। শিক্ষকদের সাথে পুলিশের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে দফায় দফায়। দফায় দফায় তালা ঝুলানো হয়েছে কমিউনিটি স্কুলে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেসরকারী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে এক মাসেরও বেশী। বিসিএস ক্যাডারের কলেজ শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কারণে শিক্ষকরা আন্দোলন করেছেন। চাকরি জাতীয়করণের আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রায় ৪ হাজার স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন করেছেন কমিউনিটি শিক্ষকরা।

সূত্র মতে, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দেশের বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র একটি বরাদ্দ পেতেন। জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে প্রথমবারের মতো বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ হিসেবে ৫০ শতাংশ দেয়া শুরু হয়। এরশাদ সরকারের ৯ বছরে শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ দুই ধাপে ৭০ শতাংশে উন্নীত করা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৮০ শতাংশ করা হয়। তারপর '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আরো ১০ ভাগ বাড়িয়ে ৯০ শতাংশ করে। ২০০১ সালে চাকরি জাতীয়করণ ও একশ' ভাগ বেতনের দাবীতে শিক্ষক আন্দোলন শুরু হয়। এই দাবীতে ২ জুলাই শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকরা অবস্থান ধর্মঘট চালান। অবস্থান ধর্মঘটে সরকারের সাড়া না পেয়ে ৩ জুলাই থেকে ঘোষণা করা হয় আমরণ অনশন কর্মসূচী। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। ৫ জুলাই তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া মক্কা থেকে ওমরাহ্ পালন শেষে জিয়া বিমানবন্দর থেকে সরাসরি শহীদ মিনারে অনশনরত শিক্ষকদের কাছে আসেন। ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের দাবী পূরণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসের এখানেই শেষ নয়। গত নির্বাচনে বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে ৩.১০ নং ধারায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী অনুদানের পরিমাণ একশ' ভাগ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষকদের দেয়া আশ্বাসের বাস্তবায়ন করেনি। যে কারণে জোট সরকারের শেষ সময়ে দেশের সাড়ে ২৬ হাজার স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা লাগাতার এক মাস ধর্মঘট পালন করে। সরকার বাধ্য হয়ে ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির সাথে অন্যান্য প্রশাসনিক দাবী-দাওয়া আদায় করেন। যদিও সরকার মাত্র ৫ শতাংশ বেতন প্রদান করে। জোট সরকারের আমলে মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ১১ দফা দাবীও মেনে নেয়া হয়নি। মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃত্বে মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ে বিগত পাঁচ বছর রাজপথে আন্দোলন করেছে। ১১ দফা বাস্তবায়নের জন্য জমিয়াতুল মোদার্রেছীন প্রধানমন্ত্রী, ৬৪ জেলার ডিসি ও সকল উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি দিয়ে দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ১১ দফা দাবীর মধ্যে রয়েছে- এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ন্যায় বেতন-ভাতা প্রদান, সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মতো একশ' ভাগ বেতন-ভাতা প্রদান। মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলকভাবে ৩০ শতাংশ মহিলা নিয়োগের আদেশ প্রত্যাহার। এর মধ্যে শুধু ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্সের মান দানের দাবী পূরণ হয়েছে। তবে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীসহ অন্য দাবীগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি।